দৈনিক
ইনকিলাব

SEP 0 1 2006
তারিখ
পৃষ্ঠা ১৩ কলাম ৩

চরম অনিশ্চয়তায় বুয়েট শিক্ষার্থীরা

সেশনজট বাড়ছে
বিভিন্ন অজুহাতে বন্ধ রাখা হচ্ছে ক্লাস কার্যক্রম

শাহজাহান শুভ

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার মাসাধিককাল অতিবাহিত হলেও খোলার কোন তৎপরতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। তদন্তের নামে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ থাকার কারণে শিক্ষার্থীদের জীবনে অনিশ্চয়তার কালো মেঘ আরো ঘনীভূত হচ্ছে। অপরদিকে সেশনজট বেড়ে যাচ্ছে অবিশ্বাস্য গতিতে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত ভিসি প্রফেসর ড. এ এম এম সফিউল্লাহ বলেছেন, শিক্ষার্থীদের জীবনে মহামারী আকারে দেখা দেয়া সেশনজট দূর করতে অবিলম্বে বিশ্ববিদ্যালয় খোলার ব্যবস্থা করার কোন বিকল্প নেই।

অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার এক মাস অতিবাহিত হলেও বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) খুব শীঘ্রই খুলে দেয়ার কোন আভাস পাওয়া যাচ্ছে না। অভিভাবক পরিষদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ থেকে খোলার জন্য বারবার দাবী জানানো হলেও এ ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কোন টনক নড়েনি। বিশেষ করে লেভেল-৪ শিক্ষার্থীরা বিভিন্নভাবে অন্তত তাদের পরীক্ষা নেয়ার জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন জানায়। কেননা শুধুমাত্র পরীক্ষা দিলেই তারা বিদেশে বৃত্তিসহ কর্মজীবনে প্রবেশের সুযোগ

স্বভাবসিদ্ধ ভূমিকা পালন করেছে। বিভিন্ন সময় যোগাযোগ করলে তৎকালীন ভিসি প্রফেসর ড. আলী মুর্তাজা সংঘটিত ঘটনার তদন্তের পর পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে ক্যাম্পাস খোলার আশ্বাস দেন। কিন্তু গত এক মাসেও তাদের তদন্ত কমিটির রিপোর্ট তো দূরের কথা তদন্ত কমিটির হাঁড়ির খবর কিছুই জানা যায়নি।

এদিকে বুয়েটের এ অনির্ধারিত বন্ধের কারণে শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে সেশনজটের বোঝা ক্রমেই পাহাড় হয়ে চেপে বসছে। সর্বশেষ গত জুলাইয়ের ছাত্র-পুলিশ সংঘর্ষসহ গত ৪ বছরে কয়েকটি অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় কয়েক দফা বন্ধ হয়ে যায় বুয়েট। ফলে বর্তমানে ১ বছরের সেশনজটের কবলে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি। ২০০২ সালে সনি হত্যা ঘটনা এবং ছাত্র রাজনীতি বন্ধে কর্তৃপক্ষের পদক্ষেপ নিয়ে বুয়েটে তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সে আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বুয়েটে প্রায় ৪ মাসের সেশনজটের সৃষ্টি হয়। পরে ২০০৩ সালে বাম ছাত্র সংগঠনের দু'দফা আন্দোলনে সৃষ্টি হয় প্রায় ১ মাসের

ও বাম ছাত্র সংগঠনের আন্দোলন এবং বন্যা কারণে ২০ দিনের মতো বন্ধ থাকে বুয়েট গত মে মাসে কোর্স শেষ না হওয়া এবং জু বিশ্বকাপ ফুটবল দেখার অজুহাতে বুয়েট ব থাকায় আরও ৩ মাসের সেশনজট সৃষ্টি হয় এরপর ১ আগস্ট পরীক্ষা শুরু হওয়ার ক থাকলেও কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ছাত্রদে বুঝাবুঝির ফলে বুয়েটে বড় ধরনের সংঘর্ষে ঘটনা ঘটে। ফলে পরীক্ষা শুরু হওয়া ত দূরের কথা আবারো অনির্দিষ্টকালের জ বন্ধ হয়ে যায় দেশের এ শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ।

জানা গেছে, বুয়েটে ৪ বছরের বিএসসি ও বছরের এমএসসি নিয়ে ৫ বছরে কোর্সে মোট ৬টি বর্ষ থাকার ক রয়েছে। কিন্তু বিভিন্ন মেয়া সেশনজটের কারণে বর্তমা বুয়েটে ৭টি বর্ষ রয়েছে। ত অচিরেই বুয়েট খুলে না দি আরও ১টি বর্ষ বেড়ে গিয়ে ৮ হবে।

এদিকে বুয়েটের নবনিযুক্ত ভিসি প্রফেসর এ এম এম সফিউল্লাহ বুয়েটের দীর্ঘমেয়াদি সেশনজটকে শিক্ষার্থীদের জ মহামারী হিসেবে উল্লেখ করেছেন। ব্যাপারে গতকাল (বৃহস্পতিবার) তি ইনকিলাবকে বলেন, বর্তমানে আমার প্রথ এবং প্রধান কাজ হল বুয়েট খুলে দি পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা করা। তবে যেহে আমি সবেমাত্র নিয়োগ পেলাম, তাই সবা সঙ্গে আলোচনা করেই এ ব্যাপারে আ